কান্তকবির ব্যঙ্গকবিতা

শ্রী রজনীকান্ত সেন

BANGLADARSHAN.COM

সূচীপত্র

পুরোহিত	৩
দেওয়ানী হাকিম	৬
ডেপুটী	৯
উকিল	১২
উঠে প'ড়ে লাগ্	১৫
বুয়ার যুদ্ধ	১৮
মৌতাত	২০
খিচুড়ী	২২
পিতার পত্র	২৪
পুত্রের উত্তর	২৫
পুরাতত্ত্ববিৎ	২৭
তামাক	২৯
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত	৩১
বাঙ্গালের শ্যামা-সঙ্গীত	৩২
বাঙ্গালের বৈরাগ্য	৩৩
বুড়ো বাঙ্গাল	৩৪
বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর	৩৫
ঔদরিক	৩৬

BANGLADARSHAN.COM

পুরোহিত

আমাদের, ব্যাব্‌সা পৌরোহিত্য
আমরা, অতীব সরল-চিত্ত,
হিত যাহা করি, জানেন গোসাঞী,
(তবে) হরি যজমানবিত্ত।

আমাদের রুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ, যত্নে সাবানে কাচি,
আর, তালতলা চটি পেন্‌সেন্‌ দিয়ে,
ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি।

দেখ্‌ছ, আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত, নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি, বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে,
কাটতে পেলেই তুষ্ট।

BANGLADARSHAN.COM

বাবা দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ঐ অনুস্বারের গোলে,
“মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ” অবধি
প’ড়ে, আসিয়াছি চ’লে।

যদিও, ছুঁইনি সংস্কৃত কেতাব,
তবু “স্মৃতি-শিরোমণি” খেতাব,
কিন্তু, কিছু যে জানিনে, বলে কোন্‌ ভেড়ে ?
মুখের এমনি প্রতাপ !

আছে, ব্রতের এলটি লিষ্টি,
তারা মায়ের এত কি সৃষ্টি !
আমরা, সব চেয়ে দেখি, সোপকরণ
মিষ্টান্নটাই মিষ্টি !

দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা, –
ঐ, মন্থর গাদা গাদা,

আরে, যেমন তেমন ক'রে আওড়াও,
দক্ষিণাটি ত' বাঁধা ;

মোদের, পসার বিধবাদলে ;
এই, পৈতে টিকির বলে,
দক্ষিণে, ভোজনে, বেড়ে যুত, আর
মন্ত্র, যা' বলি চলে।

মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি ?
এই, কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পান্‌তোয়া ঠুকি।

ঐ, "সিন্দুরশোভাকরং",
আর, "কাশ্যপেয় দিবাকরং"
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে,
বলি, দক্ষিণাবাক্য করং।'

BANGLADARSHAN.COM

বড়, মজা এ ব্যাব্‌সাটাতে,
কত, কল্‌ যে মোদের হাতে ;
ঐ, ফল লাভ, আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য,
দক্ষিণার অনুপাতে ;

সাঁঝে, একপাড়া থেকে ধরি
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ী বাড়ী দু'টো ফুল ফেলে দিয়ে,
দু'শ কালীপূজো করি !

পূজোর, কলসী না হ'লে মস্ত,
কেমন, হই যে বিকারগ্রস্থ !
পিতৃলোক সহ-কর্ত্তাকে করি
একদম নরকস্থ।

আমরা 'ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্ম',
আমরা, বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম্ম

কিন্তু নিজের বেলায়, খাঁটি জেনো, নেই
অকরনীয় কুকর্ম্ম।

সুর–'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই।' –D.L. Roy

BANGLADARSHAN.COM

দেওয়ানী হাকিম

দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর,
আমরা, মোটা মাইনের মুজুর,
তোমরা, দেখে নাও সবে আপন চক্ষে,
নাম শুনেছিলে ‘জুজুর।’

একটু peevish মোদের স্বভাব,
বড়, খাইনে কোর্ম্মা কাবাব,
প্রায় cent per cent খুঁজে দেখ,
নেই diabetes এর অভাব।

আমাদের, মানা করো সনে মিশ্‌তে,
আমরা, দক্ষ কলম পিশ্‌তে,
ঐ এগারটা থেকে, ছ’টা ব’সে লিখি,
কাগজ দিস্তে দিস্তে।

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের, আজ দিলে রংপুরে,
কাল্‌কে, রাঁচিতে ফেল্লে ছুঁড়ে,
দেখ, বদ্‌লীপ্রসাদে হ’য়ে আছি মোরা,
এক দম্‌ ভবঘুরে।

আর, এই কথা খাঁটি জানুন,
যে, বেশি পড়িনে আইন–কানুন,
প্রায় উকিলকে ডেকে বলি, আপনার
নজির কি আছেন আনুন।

আমাদের লেখা পড়ে কার সাধ্য ?
করি copyist বেচারির শ্রাদ্ধ,
ঐ, প্রথম অক্ষর ছাড়া, আর সব
অনুমানে প্রতিপাদ্য।

যত non-appealable suit,
আমরা ক’রে দি’ হরির লুট,

ঐ File clear হ'য়ে গেল, বাস্
আর কি, well and good.

আর ঐ, আপীল করাটা মিথ্যে,
এদিকে, উকিল –ফলান বিদ্যে,
আর, ওদিকে আমরা নাসিকা, ডাকা'য়ে,
ব'সে, ক'সে দেই নিদ্রে।

কভু, জুড়ে দেই মহা তর্ক,
আর, উকীল না হ'লে পক্ক,
অম্‌নি, ভেবাচেকা খেয়ে হা'ল ছাড়ে, আর
চুকে যায় উপসর্গ।

কভু, উকীল আপন মনে,
কত, ব'কে যান প্রাণপণে ; –
আর, ওদিকে মোদের রায় লেখা শেষ,
কার কথা কেবা শোনে ?

BANGLADARSHAN.COM

কভু, সাতটা মামলা তুড়ে,
আমরা, এক সাথে নেই জুড়ে ;
আর, তিনশ' সাক্ষী ব'সে ব'সে খায়,
মরে সবে মাথা খুঁড়ে।

আর ঐ, মাসকাবারের বেলা,
আমরা, খেলি এক নব খেলা,
করি, তিন ডাক দিয়ে অমনি খারিজ,
যেন ডাকাতের চেলা !

আমাদের, কাজটা অতীব সোজা,
শুধু, মিল দিয়ে যাই গোঁজা,
এই কলমে যা' আসে ক'রে দি', বাস্
ঘাড় থেকে নামে বোঝা।

বাড়ে, বছরে বছরে মাইনে,
সব, জমা করি কিছু খাইনে ;

আর, কি জানি বাবা, কাল ভাল নয়,

তাই congress এ যাইনে।

সুর–‘আমরা বিলেত ফের্‌তা ক’ভাই।’ –D.L. Roy

BANGLADARSHAN.COM

ডেপুটী

আমরা, ‘Dey’ কি ‘Ray’ কি ‘Sanyal’
আমরা, Criminal Benchএ ‘Deniel’,
আমরা আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Blood hound কি Spaniel !

আমরা, দেখ্‌তে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চট্‌পটে ;
যাঁহা, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
চট ক’রে উঠি চ’টে।

আমাদের বয়সটা খুব বেশি নয়,
আর এই, পোষাকটাও এদেশী নয় ;
আর ঐ, ‘হাম্‌বড়া’ ভাব, মোদের অস্থি –
রক্ত–মাংস–পেশী–ময়।

BANGLADARSHAN.COM

দু’শ তিন ধারা কি প্রশস্থ !
দেখে, ফরিয়াদীগুলো ত্রস্ত ;
প্রায়, Civil nature ব’লে, দিয়ে দেই
মধুময় গলহস্ত।

বড়, কায়দা হ’য়েছে ‘Summary’,
ওহো ! কি কল ক’রেছে, আ মরি !
To record a deposition at length,
What an awful drudgery !

ঐ, ফেলে Summaryর ফেরে,
আমরা, যার দফা দেই সেরে,
সে যে চিরতরে কেঁদে চ’লে যায়,
আর কভু নাহি ফেরে।

আমরা, ধমকাই যত সাক্ষী,
বলি, নানাবিধ কটু বাক্যি,
আর, যেটা এজাহার–খেলাপে যায় না,
সেটার বড়ই ভাগ্যি।

এই কবলে আসামী পেলে,
বড় দেই না খালাস bailএ,
আর, ঠিক জেনো, যেন তেন প্রকারেণ,
দিবই সেটাকে জেলে।

আর, যদি দেখি কিছু সন্দ,
ঐ, প্রমাণটা অতি মন্দ,
তবে, আপীল–বিহীন দণ্ডে ক'রে দি,
খালাসের পথ বন্ধ।

কারণ, খালাসটা বেশী হ'লে,
উঠেন, কত্তাটি ভারি জ্ব'লে,
আর, শান্তি ভিন্ন promotion নাই,
কাণে কাণে দেন ব'লে।

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু, হঠাৎ সাহেবের পা'টা
লেগে, বাঙ্গালীর পিলে ফাটা, –
কভু, মোদের সূক্ষ্মবিচারে দেখেছ
আসামীর জেল–খাটা ?

আর ঐ, মফস্বলে গেলে,
বেশ, বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডিপুটিটা ঘুষ খেলে।

আর ঐ, কত্তাটি ভালবেসে,
যদি কাণ ম'লে দেন ক'সে,
ঐ কর–কমলের কোমলতা, করি
অনুভব, হেসে হেসে।

এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো, –
একটু, দৃষ্টি-কটুতা-দুষ্ট হ'লেও,
তুষ্টিময় বস্তুতঃ।

সুর– 'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই।' –D.L. Roy

BANGLADARSHAN.COM

উকিল

দেখ, আমরা জজের pleader,
যত, Public movementএ leader,
আর, conscience to us is a marketable thing,
(Which) we sell to the highest bidder.

দেখ, annually swelling in number,
আমরা, ক'রেছি bar encumber ;
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We, look so grave and sombre !

আমরা, বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমার, মামলা তো অতি ভাল !"
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো।"

BANGLADARSHAN.COM

দুটো, খেয়েই কাছারী ছুটি,
আর, যা' পাই খল্‌সে পুঁটি,
ঐ, জল কাদা ভেঙ্গে, যার যার মত,
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি।

দেখ, বড়ই হাভা'তে 'হরি বোস',
পাঁচ টাকার কমে নাই পরিতোষ,
তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ–অঙুলি দেখায়ে,
উঠে এলো, ভারি করি' রোষ ;

তখন, আমি শ্রী 'নিঃস্বার্থ চাকী',
"এস চাচা মিঞা" ব'লে ডাকি ;
"আরে, দু'টাকায় আমি ক'রে দেবো চাচা,
তোমার ভাবনাটা কি ?"

তখন, চাচাও দেখ্‌লে সস্তা,
রেখে গেল কাগজের বস্তা,

চাচা, চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি,
ও বাব এদু'টো যে দস্তা !

দুর্দ্দশার কি দিব ফর্দ্দ ?
দেখ, হ'য়েছি বেহায়ার হদ্দ ;
কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকিল,
মক্কেল তাহার অর্দ্ধ।

দেখ, কেউ কারো পানে চায় না,
যত, কম নিতে পার 'বায়না',
সেই কম কত, সে কথা ত' দাদা,
কারো কাছে বলা যায় না !

যাঁদের, বাঁধা ঘরে আছে মাইনে,
তাঁদের, বেশি ত' বল্‌তে চাইনে,
তাঁদের, খেদিয়ে নে যায়, ব'লে "বাঁয় বাঁয়,
'টক্ টক্', চল্ ডাইনে।"

BANGLADARSHAN.COM

Bar room ত' চিড়িয়াখানা,
হেথা, হরবোলা পাখী নানা,
কিচির মিচির ক'রে মাথা খায়,
শোনে না কাহারো মানা ;

কেউ কদাচিৎ দেখে নজির,
প্রায়, মার্‌ছে রাজা ও উজির,
আর, শ্যাম ভাবিতেছে, কেমনে রামের
হানিটি করিবে রুজির।

আমরা, একেবারে ডুবে গেছি,
'This is dishonest advocacy—,'
দিলেন হুজুর গালি সুমধুর,
পকেটে করে এনেছি !

Courtএ ধর্ম্মাবতারের তাড়া,
বাড়ীতে, গিন্নীর নথ-নাড়া,

থতমত খাই, মাথা চুল্‌কাই,

বুঝি, মাঝখানে যাই মারা !

সুর—“আমরা বিলেত ফের্‌তা ক’ভাই” —D.L. Roy

BANGLADARSHAN.COM

উঠে প'ড়ে লাগ্

১

তোরা, যা কিছু একটা হ।'
Ray কি Sinha, কি Doss, কি Shanne,
কি Dutt, ki Dwarkin ; Shaw,
সাফ ক'রে মাথা whisky চা-পানে,
ধুয়ে কালো অঙ্গ glycerine সাবানে,
ছুটে যা বিলেত, Italy, Japanএ,
(and) inspire your country-men with awe !
গুপ্ত চেষ্টায় যদি এইটে মনে হয়,
যে বাবার Iron-safeটা তত brittle নয়,
তবে, Submit to your doom, take to
hatchet or loom,
(কিম্বা) ঐ অগতির গতি 'law'
আর, যদিই না থাকে legal acumen,
Steal from your father's cash-box, Rs 10,
একটু pulsatille-nux-সম্বলিত box,
(কিনে) কর একটা হ য ব র ল।
আর, 'Dilution' ব্যাপারটা না হ'লে পছন্দ,
স্থানান্তরে গিয়ে করগে যা' আনন্দ,
এয়ার বন্ধু নিয়ে, ব'সে যা জাঁকিয়ে,
(আর) ক'সে রসে টান raw,
দেখ্ না, কুমারিকা হ'তে সুদূর হিমাদ্রি,
ছেয়ে ফেল্লে দেশ লক্ষ লক্ষ পাদ্রি,
আর কিছু না হয়, গেয়ে যীশুর জয়,
(একটা) মেম বিয়ের যো ক'রে ল।'
আরো এক উপায়ে হ'তে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ দশম রস',
বিলিতি যা' কিছু সবি nonsense, bosh,

BANGLADARSHAN.COM

(জোরে) লিখে বা lectureএ ক।’
কান্ত বলে, একবার জাগ্ তোরা জাগ্,
ভারত মা’টার জন্যে উঠে পড়ে লাগ্,
ব’সে বিছানাতে, ধু’র্‌লে গিঁটে বাতে,
(দেখ্ না), হ’লি হাঁটু-ভাঙ্গা ‘দ’।

মিশ্র গৌরী—জলদ একতালা

২

দুত্তোর, বড় দেক্ সেক্ লাগে,
দেশের কপালে মার দু’শ ঝ্যাঁটা।
কবে আস্‌বেন কল্কী, বিলম্বে আর ফল কি ?
দেখা দিলেই এখন ঘুচে যায় সব লেঠা।
বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ !
বীর, কি বিভৎস হাস্য কি করুণ,
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে ‘দরুণ’ ;
তর্কে পঞ্চানন, এয়ারকিতে জ্যাঠা।
পড়ে A, B, C, D, খায় বার্ডস্ আই,
মুখে বলে, “মাইরি যাদু ! ম’রে যাই !”
মায়ের উপরে চটা, বউকে বলে “ভাই”,
টেড়ির পাখ্না মাথে, চোখে চস্‌মা আঁটা।
মায়ের স্বত্ব কেবল গুদোম-ভাড়া পাবেন,
Old idiot বাপ্‌টা ব’সে খাবেন,
গিন্নী ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব’সে মোসাহেরা লবেন,
কোমল করে কভু সয় কি বাট্‌না বাঁটা ?
কলা-মূলো-খেকো মুনিগুলো ভ্রান্ত,
ক’রে গেছেন যত fallacious সিদ্ধান্ত,
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত,
প্রকাণ্ড foolery পৌত্তলিকতাটা।
ছত্রিশ জেতের সঙ্গে আমোদ ক’রে খাওয়া,
(আর) সচকিতভাবে চতুর্দ্দিকে চাওয়া,
স্মৃতিরত্ন ম’শার ডাক—বাঙ্গলাতে যাওয়া,

BANGLADARSHAN.COM

(আর) বেমালুম চম্পট ! বামুনটা কি ঠ্যাঁটা !
কলমাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,
ইঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুত Conversation,
অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration,
গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাজি বেটা।
উঠিয়ে দেয়া উচিত বিবাহ-পদ্ধতি,
সন্ধ্যা-গায়ত্রীর হয় না সদর্থ-সঙ্গতি,
বক্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি,
বুঝ্‌লি না রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা।

আলেয়া—একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

বুয়ার যুদ্ধ

বুয়ারে ইংরেজে, যুদ্ধ বেধে গেছে,
নিত্য আসিতেছে খবর তার ;
আজ্‌কে এরা ওরে গুঁতুলে বেড়ে ক'রে,
কাল্‌কে ওরা ধ'রে জবর মার !

ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোল্‌মেলে !
আমরা করি হেথা যুদ্ধ বোলচেলে ;
তর্কে হেরে গেলে, মাথায় ঘোল ঢেলে,
ধরিয়ে চৈতন, করি দেশের বা'র।

কামান ছোঁড়ে তারা, সঙীনে মারে খোঁচা,
প্রাণটা ধাঁ ক'রে বেরিয়ে যায় সোজা ;
কাগজে পড়ি যবে এ সব বিবরণ,
ধড়াস্‌ ক'রে উঠে প্রাণটা কি কারণ !
ঘুমটি ভেঙ্গে, ভয়ে রাত কাবার !

BANGLADARSHAN.COM

আমরা কোথায় আছি, লড়াই কোথা হয় ;
তবু এ প্রাণে যেন সদাই ভয় ভয় !
খবরগুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে,
কাণের কাছে এসে যায় গো ফেলে দিয়ে ;
নয়ন মুদে দেখি, শোণিত নদী, একি !
কে যেন ব'লে যায়, 'খবরদার !'

সোণার খনি দিয়ে বল কি হবে বাবা ;
থাক্‌লে ধড়ে প্রাণ, অনেক খানি পাবা ;
কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি ?
কেন এ খোঁচাখুঁচি, রক্তে নদানদী ?
অনেক দেশ আছে ;—প্রাণটা যদি বাঁচে,
খুঁচিয়ে কেন কর সেটাকে বা'র ?

শ্বশুর, শালী, শালা, শাশুড়ী, মাগ, ছেলে,
বহুত মিলে যাবে, প্রাণটা বেঁচে গেলে ;
পালিয়ে এস চ'লে ও কচু দেশ ফেলে,
দুঃখ যাবে ক'ছিলিম তামাক খেলে,
চেহারা যাবে ফিরে, বেরোবে কালশিরে,
ভুঁড়িটে যাবে বেড়ে, চমৎকার !

মিশ্র ইমন্‌–তেওরা।

BANGLADARSHAN.COM

মৌতাত

হরি বল্ রে মন আমার,
নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার !
এমন, বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে ?
এমন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চস্‌মা ধ'রেছে ;
আর টেড়ি নইলে চুলের গোড়ায়
যায় না মলয় হাওয়া,
আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না যাদুর খাওয়া।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,
আর, এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই ;
সাহেবের, ঘুসি ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ ;
উপহারশূন্য সাপ্তাহিক, আর প্রচারশূন্য দান ;
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

BANGLADARSHAN.COM

একটু, চুটকী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ ;
Football ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ ;
গজটেক, কালো ফিতে নৈলে, পায় না পোড়ার চোখে কান্না ;
একটু পলাণ্ডুর সদগন্ধ—ভিন্ন, হয় না মাংস রান্না।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

মাসিক পত্র আর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া ;
আর, সাপ্তাহিকটে ভাল চলে গাল দিলে বেয়াড়া ;
একটু, সাহেব—ঘেঁষা না হ'লে,
আর হয় না পদোন্নতি ;
সত্যাসত্য দেখ্‌লে এখন চলে না ওকালতি।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

আদালতের কার্যে কেবল আমলাদের দাও খোঁসা ;
আর, ভাল কাপড় গয়না ভিন্ন, যায় না গিন্নীর গোঁসা ;

একবার বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘোচে না গোজন্ম,
আর, গিন্নীর ঝাঁটা নইলে, শক্ত হয় না পৃষ্ঠের চর্ম্ম।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

একটু, এটা, ওটা, সেটা, ছাড়া, জমে না যে মজা,
একটী, সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় না কৃষ্ণভজা ;
নাটক দেখ্‌তে নিষেধ ক'রলেই বাপটা হ'য়ে যান বদ্ ;
এখন জ্বর ছাড়ে না বিনে একটু টাট্‌কা Chicken broth,
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের চটক ভিন্ন ঔষধ কাটে কার ?
আর "এণ্ড কোম্পানি" নাম না দিলে
দোকান চলাই ভার ;
এখন, ফল, ফুল, অলি, চাঁদ, মলয়া, ভিন্ন হয় না পদ্য,
দেখো, কোনও ব্যাপারে যশ পাবে না
বিনে একটু মদ্য,
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

BANGLADARSHAN.COM

ভাল হে চৈতন্য গোসাঞী, জিজ্ঞাসি এক কথা,
আবার, কৃষ্ণ-অবতারে প্রভু, গরু পাবেন কোথা ?
আর, গৌর-অবতারে গোসাঞী, কিসে ছাইবেন খোল ?
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল !
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

খিচুড়ী

ভারি সুনাম ক'রেছে নিধিরাম !
শোন বলি গুণ–গ্রাম ;
খবরের কাগজে ক'রে ধর্ম্মমীমাংসা,
(যত) মাসিকে ও সাপ্তাহিকে পেলে প্রশংসা ;
না যায় অন্ন পেটে, শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে,
কেবল, পুরাতত্ত্বে আছেন মত্ত হ'য়ে অবিরাম।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে ছিলেন নিযুক্ত ;
কি প্রশস্ত ধর্ম্মপথ ক'রেছেন মুক্ত !
তত্ত্ব-সুধার সিন্ধু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, হিন্দু,
(এবার) সবারি পিপাসা গেল সিদ্ধ মনস্কাম।

তিনি বলেন, "হরি বল চৈতন্যের মত ;
(কিন্তু) মতি রেখো প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পদে,
বুদ্ধের পথই মন্দ নয়, নানক যে সব কথা কয়,
আর, তার একটী কথার যে ভাই ভারি ভারি দাম !

ব্রাহ্মমতে আকাশশূন্য ব্রহ্মেতে মজ,
(কিন্তু) নামের নাই তুলনা, মায়েরে ভজ ;
(ও যা) বলেন মহম্মদ, ভারি, বেজায় তার কিম্মত,
'খোদাতালা আল্লা' ব'লে করে ভাই সেলাম।

(ভজ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহেন্দ্র আর অরুণ,
(ভজ) বিশ্বকর্ম্মা, গণপতি, বায়ু, যম, বরুণ ;
(ভজ) দেবদেবীদের যান, ইন্দুর, গরুড়, হনুমান,
(কর) ময়ূর, ষণ্ড, সিংহ, মহিষ, পেঁচারে, প্রণাম।

(ভজ) ঋষ্যশৃঙ্গ, অষ্টাবক্র, মরীচি, ক্রতু,
(ভজ) পুলহ, পৌলস্ত, অত্রি, অঙ্গিরা, যতু,
(পূজা) বিশ্বামিত্রে, গৌতম, অনিরুদ্রে,
(ভজ) শ্রীদাম, সুদাম, গুহক, নন্দী, ভৃঙ্গী গুণধাম।

BANGLADARSHAN.COM

(চল) গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট,
(চল) শ্রীক্ষেত্র, নৈহাটী, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপাট,
যখন যাবে হরিদ্বার, সেই রাস্তা হ'য়ে পার,
মক্কা থেকে 'হজ' ক'রে ভাই, ফিরো নিজ গ্রাম।

মাঝে মাঝে চার্চ্চে যেয়ো বগলে বাইবেল ;
(একটা) সময় ক'রে কোরাণ সরিফ্ প'ড়ো, খুলে দেল্,
কভু গীতাটাও দেখো, আবার শিয়রে রেখো
শাস্ত্রী ম'শার ব্রাহ্মধর্ম্ম—তত্ত্ব দু' একখান।
অহিংসা পরমধর্ম্ম, খেয়ো নিরামিষ ;
আবার গোপনে রমজানের কাছে নিয়ো দু' এক ডিস্ ;
হরিনামের মালা, হাতে ফিরিও দু'বেলা,
সন্ধ্যা ক'রো, নমাজ দিয়ো, কেউ হবে না বাম।

ক'রো, বাইশ রোজা, একাদশী, হইয়ে শুচী ;
খেয়ো শুক্তুনী ও ফাউলকারি, বিস্কুট ও লুচি,
চাই, টিকিটে মজবুত, যেন ফোঁটায় থাকে যুত,
ক'রো ইদ, মহরম, চড়ক, আর দোল, হইয়ে নিষ্কাম।

হুইস্কিতে তিলতুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' ব'লে গিলে ক'রো পিতার তর্পণ ;
ক'রে কৃষ্ণে নিবেদন, ক'র্‌বে বীফ্‌ষ্টিক্ ভোজন ;
রেখ বদ্‌না, কমোড্, কোশাকুশী, আদি সরঞ্জাম।

খেয়ো প্রকাশ্যেতে আতপান্ন, গোপনে ফাউল ;
খোদার নামে দরবেশ সেজো, হরিনামে বাউল।
দীন কান্ত বলে ভাল, নিধির বলিহারি যাই !
এই অপূর্ব্ব খিচুড়ী খেয়ে, আমি ত' গেলাম !

খাম্বাজ কাওয়ালী—"মাতঃ শৈলসুতা"—সুর।

BANGLADARSHAN.COM

পিতার পত্র

বাপা জীবন !
তোমার মঙ্গলাদি না পেয়ে বিশেষ চিন্তার্ণিত আছি,
হপ্তাবাদে পত্তর ভির্ণ কি প্রকারে বাঁচি ?
মোদের দারিদ্রতার দরুণ বড় কেল্লেশে দিন যায়,
(তাতে) ম'চ্ছ দুধের প্রেসঙ্গ এবার নাইক এ দেশটায়।
(আবার) আধ কাঠা ধানও এবার পেলাম নাকো ভুঁয়ে,
তাতে খাজানার খরচার কড়া ত'শিল ক'ল্লে ছিধর ভুঞে।
আমার, পরণের বস্তর ছির্ণ, গ্রেহপারি নি ছাইতে ;
তাতে দিন রাত্তির গোঁয়াই তোমার পত্তরের পথ চাইতে।
তোমার গর্ব্ভধারিণী কান্দে কি হৈল বলিয়ে,
(বাপা) মা বাপকে কেল্লেশ কি দেয়, সুবুদ্ধি হইয়ে ?
তুমি কত নেখাপড়া জান, আমরা ত মুরুক্ষু ;
আর, তুমি ভির্ণ বের্দ্ধ বাপের কে বুঝিবে দুস্কু !
তোমার, কেতাব, জুতো, ইষ্টিসিন, আর এন্‌গেলাপের মূল্য,
নাগে তিরিশ টাকা, শুনেই অত্যান্তিক মাথা ঘুর্‌ল।
আমার গায়ের বালাপোস, আর তোমার মায়ের তাগা,
পরশু, বাঁধা থুয়ে, কায়কেল্লেশে পাঠিয়েছি পাঁচ টাকা।
বাপা, অত্র পত্র প্রাপ্ত মাত্র পত্রের উত্তর দিও,
আর, যত্র, তত্র থাকি সত্তর তত্তবাত্রা নিও।
(তোমায়) বিদেশে রাখিয়ে বাপা সসঙ্কৃত থাকি,
(আর) গোবিন্দ চরণ ভরসা তাঁরেই কেবল ডাকি।
এন্‌গেলাপে কি প্রয়োজন ? পোষ্টকাটেই হবে,
সদা মংগল বাত্রা দিবে আর, সাবধানেতে রবে।
কবে চাঁদমুখ দেখ্‌ব ব'লে দিয়ে আছি ধন্না,
নিয়ত আসিব্বাদক বিষ্ণু প্রেসাদ শম্মা।

মিশ্র বিভাস – কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

পুত্রের উত্তর

আরে ছি ছি ! আমি লাজে মরি, ঘট্‌লো একি দায় ;
বহুদিনের গুমর আজ্‌কে ছুটে গেছে হায় রে হায় !

কোন্ ভাষায় লিখেছ চিঠি,
সাপ, কি ব্যাঙ, কি গিরগিটি, গো, ধ'রে খেতে চায় ;
তোমায় লেখা পড়া শিখিয়েছিল কোন্ গুরুম'শায় ?

তোমার মতন মুক্‌খু বাবা,
গৈগেঁয়ে প্রকাণ্ড হাবা ! তার কাণ্ডজ্ঞান কোথায় ?
যেমন আক্কেল, তেমনি চিঠি, সোণা সোহাগায়।

যেমন সে আঁখরের ছিরি,
তেমনি মুসবিদার মুন্সিগিরি, গো, দুখে হাসি পায় ;
তোমায় বাপ ব'লে পরিচয় দিতে, মরি যে লজ্জায় !

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যেসাগর, মদনমোহন,
তাঁদের, শ্রাদ্ধ আর সপিণ্ডীকরণ যে ক'রেছ বেজায়,
রেফে কেঁপে উঠ্‌ছে যে প্রাণ, কাঁটা দিচ্ছে গায় !
ব্যাকরণের দফা ইতি ; –
তুমি না ক'রেছ পণ্ডিতি গো, পেঁড়োর পাঠশালায় ?
এমন কি আর আজগুবি কাণ্ড, আছে দুনিয়ায় ?

নিজের নাম হয় না শুদ্ধ,–
বাণী কি বেজায় বিরুদ্ধ গো, হ'য়েছেন তোমায় ;
তাই, লিখ্‌তে বস্‌লে কাগজ পেনে, যুদ্ধ বেধে যায় ;

তোমার বড় পয়সার খাঁক্‌তি,
তাই পঞ্চসংখ্যক রৌপ্যচাক্তি পৌঁছেচে হেথায় ;
আর সেই দিনই তা' ফুরিয়ে গেছে, বিলিতি বিনাময়।

এই বিংশ শতাব্দীতে,
ছেলের পড়ার কেতাব দিতে, যে চিতে ব্যথা পায়,

তার জীবনে সভ্যজগতের কিবা আসে যায় ?

তোমার, চিঠির জ্বালায় জ্ব'লে মরি ;
একটা কথা, পায়ে ধরি গো, পাইনে মুখ হেথায় ;
তোমার বৌমার কাছে একটু একটু পড়্‌লে ভাল হয় !
আরে, বানানের ভুল সেরে যাবে,
এবার ত দুরস্ত হবে, কও ক্ষতি কিবা তায় ?
সে যে, রাখাল ভাল, বড় বড় গরু সে চড়ায় !

কান্ত বলে, এ মহীতে
আর কি পারে ভার সহিতে ? কখন বা ব'সে যায় !
কি বিষম বিলিতি হাওয়া, এল এ দেশটায়

BANGLADARSHAN.COM

পুরাতত্ত্ববিৎ

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

আকবর সাহা কাছা দিত কি না,
নুরজাহানের ক'টা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

দণ্ডক কাননে ছিল ক'টা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

BANGLADARSHAN.COM

(মহম্মদ) গজনী খেতেন কি কি তরকারী,
সেটা জেনে রাখা কত দরকারী !
দু'শ মাথা ছিল এক চরখারই,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ব্রজ-গোপীগণ গণিয়া বিষাদ,
রুটি খেত, কিংবা খেত ডা'ল ভাত,
প্রত্যহ ক'ফোঁটা হ'ত অশ্রু-পাত,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল ক'টা টিক্‌টিকি,
গৌতম-সূত্রে রেসম-সূত্রে প্রভেদ কি কি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

কৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল ক'টা ছ্যাঁদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গ্যাঁদা,

কোন্ মুখো হ'য়ে হয় লক্ষ্য বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

বাদসা হুমায়ুন কাট্‌তো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কি না Sherry,
মীরাবাই, কানে প'র্‌ত কি না ঢেঁড়ি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

পেয়েছি একটা তাম্রশাসন,
ক্রুতুর ক'খানা ছিল কুশাসন,
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

এ মাথাটা ছিল বড়ই উর্ব্বর,
বুঝিল না যত অসভ্য বর্ব্বর !
এটা, আঁধার প্রত্ন-তত্ত্বের গহ্বর !
ইতিহাসামৃত-পায়ীর, আমি পানীয় ক'রেছি বাহির।

BANGLADARSHAN.COM

তামাক

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময় ;
কলির জীব তরা'তে, আবির্ভাব ধরাতে,
এ পোড়া বরাতে, টিকে গেলে হয়।

তুমি নিত্যবস্তু, সদা বর্ত্তমান,
তুমি চিৎ, জীবের চৈতন্য-নিদান,
সদানন্দ, কর সদানন্দ দান,
(তুমি) প্রত্যক্ষ দেবতা সকল শাস্ত্রে কয়।

অম্বুরী, কি আলা, কড়া, মিঠে-কড়া,
সিগার, নস্য, সুর্ত্তি, নানারূপে গড়া,
রুচিভেদে সেবা, যে মূর্ত্তি চায় যেবা,
সেইরূপে তারে দাও পদাশ্রয়।

BANGLADARSHAN.COM

গড়গড়ি, কি ফর্‌সী, ডাবায় পত্রঠোসে,
হাতে, কিংবা বস্ত্র-আবরণে, ক'সে,
যখন লাগায় টান, সাধকের প্রাণ,
ভোলে সংসারজ্বালা, কত স্ফূর্ত্তি হয় !

রাজ-দরবারে, কাছারী, মজলিসে,
সভা-সমিতিতে, বৈঠকে, সালিসে,
গল্পে, এয়ারকিতে, মঠে ও মস্‌জিদে,
তোমার সত্তা ভিন্ন সকল বাতিল হয়।

এক ছিলিম অন্ততঃ, ভোরে উঠেই চাই,
নইলে হয় না কোষ্ঠ, কত কষ্ট পাই,
আর ভোজনের পরে, ঘণ্টা খানেক ধ'রে,
মাপ্ করুন্, মৌতাতি, না টান্‌লেই যে নয় !

আর বুদ্ধির গোড়ায়, তোমার ধোঁয়া না পৌঁছিলে,
বেরোয় নাক' মুসোবিদা, কি মুস্কিল এ !

Idiom জাগে, ফাঁকা ফাঁকা লাগে,
হেঁয়ালী Problemএর উদ্ধার শক্ত হয়।

কান্ত বলে, প্রমাণ লও না হাতে হাতে,
তামাক দিতে কসুর ক'র্‌লে চাকরটাতে ;
তাইতে হ'ল মাটি, নইলে বুঝ্‌তে খাঁটি,
(এই) গানটা হ'য়ে উঠ্‌ত, যেমন হ'তে হয়।

ভৈরবী—একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

স্বামী–“চাহিয়া দেখ, এনেছি আজ, জড়োয়া মতিমালা ;
আর, সতের ভরি, সোণার এই, মকরমুখো বালা ;
তারের কাণ, পঁচিশ ভরি, হীরের দুটী দুল গো !”
স্ত্রী–
“আহাহা ! কেবা ভাগ্যবতী, আমার সমতুল গো !”
স্বামী–
“এই, সোণার সিঁথি, ঝালরে মতি, কপিপাতা অনন্ত এ ;
আর, হীরের চুড়ি, একুশ ভরি, হয় কিনা পছন্দ এ ?
খোঁপার শোভা, সোণার ফুল এ, সেজেছে দুটী মীনে।”
স্ত্রী–
(আহা) পান সেজে দি, মস্‌লা দিয়ে,
ফেলেছো মোরে কিনে !”
স্বামী–
“কেমন হ’ল পয়লা কাঁঠি, কাটা-বাজু, এ চন্দ্রহার ?
(আর), হীরের সাতলহরী মালা, ঝ’ল্‌কে নাশে অন্ধকার !
জরির বডি, পার্সী সাড়ী, বড্ড বেশী দামী এ !”
স্ত্রী–
(আহা) মুছিয়ে দেই, বদনখানি, বড্ড গেছ ঘামিয়ে।”
স্বামী–
“এ সব, এনেছি বড় ব’য়ের তরে, তোমার তরে আনিনি ;
ও কি ও ? আরে, কাঁদ কেন ? ছি ! রাগ ক’রো না মানিনি !
তোমার সব গহনা আছে, বড় ব’য়েরি নাই গো !”
স্ত্রী–
“হায় কি হ’ল ! ধর গো ধর, পড়িয়া বুঝি যাই গো !”

মনোহরসাই–ঝাঁপতাল।

BANGLADARSHAN.COM

বাঙ্গালের শ্যামা-সঙ্গীত

তারা নাম কোর্‌তে কোর্‌তে, জিব্বাডা আমার,
অ্যাক্কেকালে গ্যাছে আরাইয়্যা ;
গুরু যে কি মাথা কৈয়া দিল কাণে,
ফেল্‌চি জন্মের মত হারাইয়্যা।
বৈস্যা বৈস্যা ক্যাবল কর্‌ছি তারা নাম,
কি দোষ পাইয়্যা তারা হৈয়্যা বস্‌চ বাম ?
শোন কের্‌পামই, আমি যাইমু কৈ,
নিবি যদি পাও ছারাইয়্যা।
তারা বৈলা যারা পাও ধইর্যা থাকে,
তারা তারা কইয়্যা, চক্ষু মুইদ্যা ডাকে,
টিকি ধইর্যাই তার সাত সমুদ্দুর পার,
দ্যাও দ্যাশেত্থনে, তারাইয়্যা।
ভাল মতে পরক্ কইর্যার দ্যাখ্‌লাম আমি,
বৈক্ষদ্যাশে পাত্থুর বাঁইদ্যা বস্‌চ তুমি ;
এত কাঁদ্‌বার লাগ্‌চি, মাথা ভাঙ্গবার লাগ্‌ছি,
দ্যাখ্‌বার লাগ্‌ছ তুমি দারাইয়্যা !

মিশ্র–বিভাস–আড়–কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

বাঙ্গালের বৈরাগ্য

চাইরদিক্‌থনে, পাগ্‌লা, তরে ঘির্যাি ধোর্‌চে পাপে ;
অ্যাহন মইষের সিঙ্গে গুত্তা মার্‌বো, বাচাইবো কোন্‌ বাপে ?
(তোর) হইয়্যা গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ ;
মুখ ফিরাইচেন কৃষ্টচন্দ্র ;
(আর) তরে কিবাচাইয়্যা তুল্‌বো, হরিনামের ছাপে ?
(তুই) রাজা হৈয়্যা বোস্‌চস্‌ তক্তে,
নাইয়্যা উঠ্‌চস্‌ মা'ন্‌ষের রক্তে,
(আর) থর্‌থরাইয়্যা কাইপ্যা উঠ্‌চে, পির্‌থিমি তর্‌ দাপে !
(ক') আজ ক্যান্‌ পাগ্‌লা দ্যাহে আগুন ?
পুর্যাো হইচস্‌ পোরা বাইগুণ ?
(ঐ) ঘর্যাজ বোস্‌চে শিয়াল সগুণ,
কোন্‌ বা দ্যাব্‌তার শাপে ?

মিশ্র–গৌরী–কাওয়ালী।

BANGLADARSHAN.COM

বুড়ো বাঙ্গাল

[তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি।]

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইল্যা দিচি পায় ;
তোমার লাগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌ছে দায় !
আর্‌সি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায় ?
বেলোয়ারী–চুরি দিচি, পাছা–পাইর্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি, মজা কৈর্যাহ দিব্যার লাগ্‌চ গায়।
উলের হুতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মন্‌ডা পাইন্যা ?
ওজন কৈর্যাদ ব্যাবাক্‌ দিচি, পরাণ দিচি ফায় !
বুরা বুরা কৈয়া ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্‌ কোর্‌চ পাগল ?
যহন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেল্‌বো ক্যাম্‌তে ?
কৈয়্যা দ্যাও আমায়।

মিশ্র–সিন্ধু–ঝাঁপতাল।

BANGLADARSHAN.COM

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর

কর্ত্তা। আমার, এমন কি বয়েসটা বেশী ?
সত্য হ'লে কোষ্ঠী, এই যে আস্‌ছে জ্যোষ্ঠী,
এই মাসে পূরিবে আশী।
আরে না না ! আমার বিয়ে কর্‌বার কাল
যায়নিকো এখনো ; –আরে নন্দলাল !
কি বলিস্‌ ?
চাকর। কর্‌তা অ্যাহনে ছাওয়াল,
হইবো, বিয়্যা করেন ; –তামুক লইয়্যা আসি।
কর্ত্তা। আরে দেখ্‌না আমার সংসারো অচল,
ছেলে পিলে মানুষ কে করে, তাই বল ;
আমি, চুলে কলপ দেবো, দাঁত বাঁধিয়ে নেবো ;
আর এম্‌নি ক'রে হাস্‌বো সুধা-মাখা-হাসি। (প্রদর্শন)
আমার, চামড়া গেছে ঝুলে, চোক গেছে কোটরে,
কোমর গেছে বেঁকে, বেড়াই লাঠি ধ'রে ; –
তা, –শৃঙ্গার-তিলক কিছু নেব তোয়ের ক'রে ;
চাকর। আর যৈবন ফির্যা পাইবেন, হইবেন মোট্টা-খাসী।
কর্ত্তা। কচি-মুখখানিতে বল্‌বে প্রেমের বুলি,
গয়না পেলেই আমার বয়স যাবে ভুলি ;'
ক্ষীর-নবমী দিব চাঁদ-মুখেতে তুলি ; –'
চাকর। (আর) , চরণ হ্যাবা কর্‌বো হৈয়া হ্যাবা-দাসী।
কর্ত্তা। আর, কথায় কথায় যদি ক'রে বসে মান,
পায়ের উপর প'ড়ে বল্‌বো, 'দুটো খান ; –'
তাতেও না ভাঙ্গিলে, ত্যজিব এ প্রাণ ; –
চাকর। কর্‌তা, আমি আপনার গলায় দিয়্যা দিমু ফাসী।

বিভাস –একতালা।

BANGLADARSHAN.COM

ঔদরিক

যদি, কুমড়োর মত, চালে ধ'রে র'ত,
পান্‌তোয়া শত শত ;
আর, স'রষের মত, হ'ত মিহিদানা,
বুঁদিয়া, বুটের মত !
(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফ'ল্‌ত গো) ;
(আমি তুলে রাখিতাম) ; বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে
(আমি তুলে রাখিতাম) ;
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে) ;
(গোলায় চাবি দিয়ে, চাবি কাছে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে)।
যদি তালের মতন, হত ছ্যানা-বড়া,
ধানের মতন চ'সি ;
(আমি বুনে যে দিতাম) ; (ধানের মতন ছড়িয়ে
ছড়িয়ে বুনে যে দিতাম) ;
(চ'সি এক কাঠা দিলে, দশ মণ হ'ত বুনে যে দিতাম)।
আর, তরমুজ যদি, রসগোল্লা হ'ত,
দেখে প্রাণ হ'ত খুসি
(আমি পাহারা দিতাম) ; (কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম) ;
(ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম),
(তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (সারা রাত
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (খেঁক্‌শিয়াল
আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম),
যেমন সরোবর মাঝে, কমলের বনে,
শত শত পদ্ম-পাতা,
তেমনি ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লুচি,
যদি রেখে দিত ধাতা !
(আমি নেমে যে যেতাম) ; (ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে আমি
নেমে যে যেতাম) ; (গামছা প'রে নেমে যে যেতাম) ;
(একটু চিনি যে নিতাম) ; (সেই চিনি ফেলে দিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম) ; (আহা মেখে যে খেতাম),
যদি, বিলিতি কুম্‌ড়ো হ'ত লেডিকিনি,
পটোলের মত পুলি ;
(আর) পায়েসের গঙ্গা ব'য়ে যেত, পান
ক'র্ত্তাম দু-হাতে তুলি।'
(আমি ডুবে যে যেতাম) ; (সেই সুধা-তরঙ্গে ডুবে যে যেতাম) ;
(আর, বেশী কি বল্‌ব, গিন্নীর কথা ভুলে, ডুবে যে যেতাম)।
(আর উঠ্‌তাম না হে) ; (গিন্নী ডেকে ডেকে কেঁদে মর্‌তো,
তবুতো উঠ্‌তাম না হে) ; (গিন্নী হাত ধ'রে কর্‌তো টানাটানি,
তবু উঠ্‌তাম না হে),
সকলি ত' হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম্ম ;
শুধু, এই খেদ, কান্ত আগে ম'রে যাবে,
(আর) হবে না মানব জন্ম।
(আর খেতে পাবে না) ; (কান্ত আর খেতে পাবে না) ;
(মানব জন্ম আর হবে না,
খেতে পাবে না) ; (হয়তো, শিয়াল কি কুক্কুর হবে,
আর খেতে পাবে না) ; (আর সবাই খাবে গো তাকিয়ে
দেখ্‌বে, খেতে পাবে না) ; (ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে
রইবে খেতে পাবে না) ; (সবাই তাড়া হুড়ো ক'রে
খেদিয়ে দেবে গো, খেতে পাবে না)।

মনোহরসাই–গড়–খেম্‌টা।

BANGLADARSHAN.COM